দৈনিক সংবাদ

তারিখ 24 SEP 1987
পৃষ্ঠা 4 3

## ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার সময়সূচী নিয়ে বিতর্কের অবসান চাই

দেশে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নেয়ার পর থেকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ১৯৮৭ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাস ও সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা পেছানোর দাবী তোলা হচ্ছে। আবার গত ১৬-৯-৮৭ ইং তারিখের দৈনিক 'সংবাদ' এর চিঠিপত্র কলামে পরীক্ষা না পেছানোর পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে দু'টি চিঠি ছাপা হয়েছে। যদিও কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে পূর্ব-নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষার সময়সূচী ঘোষণা করেছেন।

পরীক্ষা পেছানোর পক্ষে-বিপক্ষের বক্তব্য ও কর্তৃপক্ষের ঘোষণা থেকে একটি কথা পরিষ্কার হয়ে উঠে যে, প্রত্যেকেই নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি চিন্তা করছেন। যাঁরা বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়ার কারণে নিয়মিত পড়াশুনা করেছেন বা সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও পড়াশুনায় তেমন ব্যাঘাত ঘটেনি, তাঁরা চান না পরীক্ষা পিছিয়ে অযথা সেশন জটে জড়ান। অপরপক্ষে যাঁরা বই-পত্র, খাতা, নোট বই ইত্যাদি মূল্যবান জিনিসপত্র নষ্ট করে বা হারিয়ে ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরা স্বাভাবিক কারণেই পরীক্ষা পিছাতে আগ্রহী যাকে দোহাই বলা চলে না--- তাঁরা পরিস্থিতির শিকার। অবশ্য এই শেষোক্ত পক্ষে অনেকে রয়েছেন, যাঁরা বিভিন্ন কারণে (?) সব সময়ই পরীক্ষা পেছাতে ইচ্ছুক। যাঁদের জন্য শেষোক্ত পক্ষের দাবীকে খাটো করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কর্তৃপক্ষও হয়তো পূর্ব-নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা এড়াতে চান--সময়সূচী ঘোষণাই যার প্রমাণ।

এ প্রসঙ্গে সদাশয় কর্তৃপক্ষের কাছে আমার একটাই অনুরোধ--নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পরীক্ষা হতে গেলে এক মাসও সময় নেই। তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরেজমিনে বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে বৃহত্তর জনমতের প্রতি রায় দিয়ে বিতর্কের অবসান করুন।

এস, মোসাদ্দেক আহমদ শামীম, ডিগ্রী (পাস) পরীক্ষার্থী, তেজগাঁও কলেজ, ঢাকা।

## অভিভাবকদের কাছে উপাচার্যের চিঠি প্রসঙ্গে

গত ১৩-৯-৮৭ ইং মোতাবেক রোজ রোববার দৈনিক সংবাদ পত্রে প্রকাশিত খবরের জের হিসেবে বলছি যে, কোন অভিভাবকই সন্তানদেরকে লাশ হয়ে ফেরার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন না। তারা আশার নদীতে সার্বক্ষণিক তরী বেয়ে চলেন। তারা সন্তান মানুষ হওয়ার প্রচণ্ড বিশ্বাস মনের মধ্যে পুষেই সন্তানদের প্রেরণ করেন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে। কোন খুনী হবার জন্য নয়। কিন্তু দেখা যায় গ্রামের সুবোধ বালকটি বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে পা ফেলার সাথে সাথে দিনের পর রাত্রির মত বদলে যায়। বনে যায় বিরাট রাজনৈতিক বক্তা ও নেতা। কিংবা হরহাংগাম বা মারামারির হিরো। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিবেশ হয়তো বা তাদের বাধ্য করে এ পথে নামতে। আমরা জানি বর্তমান সমাজের মুখোশ। সাধারণতঃ ভর্তির ব্যাপারেই যে মনোভাব একজন ছাত্রের মনে জাগে তা অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা জানি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে হলে প্রয়োজন কোন রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়া কিংবা উপরওয়ালার টেলিফোন। মেধার ভিত্তিতে অনেক ছাত্রই পারে না দেশের উচ্চতম বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। এরজন্য দায়ী কে? অভিভাবক না প্রশাসন। ইতিপূর্ব ঘটিত তিনটি খুনের তথা বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। যা কোন অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্র কারোই কাম্য নয়। কিন্তু তবুও ঐ অবাঞ্ছিত সোনার হরিণটি চলে আসে আমাদের দোর গোড়ায়, কিন্তু কেন? যদি বলি এর জন্য দায়ী বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ? কারণ, পরিবেশ যদি রক্তের ধারাকে বদলাতে পারে, তাহলে হিংস্র পরিবেশের শিকার হয়ে কেন ছাত্ররা হিংস্র হয়ে উঠবে না? কেন একজন সুবোধ বালক গ্রেনেডধারী খুনী হয়ে আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করবেনা? তাই আমি ক্ষুদ্র একজন অভিভাবক হিসেবে বলছি যে, এখন যা সবচাইতে বড় প্রয়োজন তা হলো বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবেশ ফিরিয়ে আনা এবং এর জন্য যা করণীয় তা করা। কোন অভিভাবককে তার প্রভাব খাটানোর কথা নয়। এক্ষেত্রে কোন অভিভাবককে সন্তানের উপর প্রভাব খাটানোর কথা বলা মানে কান না দেখে চিলের পিছু পিছু ছুটার সমান ব্যাপার।

রবিউল গনি রবি
সেতাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

## ডিগ্রী পরীক্ষা না পিছানোর দাবী

সম্প্রতি পত্র-পত্রিকা খুললেই চিঠিপত্র কলামে দেখা যায় যে, ডিগ্রী পরীক্ষা পিছানোর আবেদন এবং না পিছানোর আবেদন। আমার মনে হয়, কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে একটা বিপাকে পড়েছেন। যারা পরীক্ষা পিছানোর দাবী করেন তারা বন্যার কারণে ছাত্রছাত্রীরা পড়াশুনা করতে পারেনি এ যুক্তি দেন। যাদের বিগত দিনের পড়াশুনা কয়েকদিনের বন্যায় ব্যাহত হয়েছে তারা কয়েকদিনের জন্য পরীক্ষা পিছানোতে কতটুকু লাভবান হবেন তা জানিনে। তাছাড়া যারা পরীক্ষা পিছানোর দাবী করেন তারা এ দাবী বিভিন্ন অজুহাতে প্রতিবছরই করে থাকেন। তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমার অনুরোধ যে, কোন অবস্থাতেই যেন পরীক্ষা না পিছানো হয়। কারণ এমনিতেই অনার্সের সেশন জট লেগে আছে। উপরন্তু যদি ডিগ্রীতেও এই জটলার সৃষ্টি হয় তা হলে সাধারণ ছাত্রদের ভোগান্তির আর শেষ থাকবে না। তাছাড়া যারা সম্মান শ্রেণীতে পড়ে তাদের সাবসিডিয়ারী এই ডিগ্রী পরীক্ষার সাথে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মান শ্রেণীর ছাত্রদের সাবসিডারীর প্রশ্ন ডিগ্রী পাস কোর্সের প্রশ্নের সাথে হওয়ায় তাদের পুরো দুটো বছরই সাবসিডারীর পিছনে খাটতে হয়। এতে অনার্সের পড়াশুনা অনেক ব্যাহত হয়। এবং ফাইনাল পরীক্ষাও ঘনিয়ে আসে। এর পরও যদি ডিগ্রী পরীক্ষা বার বার পিছানো হয় তাহলে সম্মান শ্রেণীর ছাত্রদের সাবসিডিয়ারী নিয়ে ভোগান্তির আর শেষ থাকবে না। ফলতঃ অনার্স পরীক্ষার ফল অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আকুল আবেদন যে, কোন অবস্থাতেই যেন ডিগ্রী পরীক্ষা না পিছানো হয় এবং সম্মান শ্রেণীর ছাত্রদের আলাদা কোর্সে সাবসিডিয়ারী পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

সুনীল চন্দ্র রায়
পদার্থ বিদ্যা বিভাগ,
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।